## বিশ্বকাপ প্রস্তুতি

# সাম্বার ছন্দেই ব্রাজিল

ব্রাজিলিয়ান সাম্বা আর ফুটবল। দুটোই মানুষের কাছে সমান জনপ্রিয়। ফুটবল মানেই ব্রাজিল। ফুটবলের সবচেয়ে সমার্থক শব্দ। ফুটবল 'ধর্মের' সবচেয়ে কার্যকরী বাহক। আর সাম্বাকে জনপ্রিয় করেছে ফুটবল। ফুটবল বিশ্বকাপ ইতিহাস শুরুর সময় থেকেই ব্রাজিল একটি প্রতিষ্ঠিত নাম। রেকর্ড পাঁচবারের চ্যাম্পিয়ন তারা। প্রতিষ্ঠা প্রথম প্রয়োগে রূপ নেয় ১৯৫৮ সালে। সেই বিশ্বকাপে বিশ্ববাসী দেখেছিলো পেলেকে। পেলে ফুটবলের রাজা। সে সময়টার মতো ফুটবল দল বিশ্ব মনে হয় এখনও দেখেনি। টানা তিনবার বিশ্বকাপ জিতে

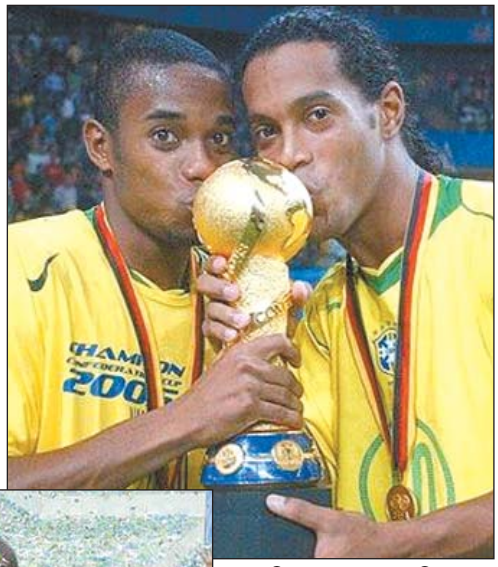

*রবিনহো ও রোনাল দিনহো*

*কনফেডারেশন কাপ জয়ী ব্রাজিল দল*

তো কাপটাই নিজেদের করে নিলো তারা। এখনকার ফুটবল অনেকটাই টেকনিক্যাল। ফুটবলের শিল্পিত রূপ অনেকটাই বিলীন। এর মাঝে আশ্চর্য ব্যতিক্রম ব্রাজিল। বিশ্বময় কোচ-খেলোয়াড় সংশ্লিষ্ট লোকজন আধুনিকতার নামে খেলাটার সৌন্দর্যটাই ধুয়ে মুছে ফেলছে। তখনও ব্রাজিল ব্যতিক্রম। সবাই ফুটবল খেলে। আর ব্রাজিল হলো ফুটবলশিল্পী।

ব্রাজিল দলের সক্ষমতার উদাহরণ দিতে গেলে বলতে হয় ২০০২ সালের আসরটির কথা। কোয়ালিফাইং রাউন্ডে মনে হচ্ছিলো এবার বিশ্বকাপই খেলতে পারবে না ব্রাজিল। অনেক কষ্টে সুযোগ পেল। সুযোগ-শব্দটাই এমন, তা কাজে লাগাতে হয়। চ্যাম্পিয়ন হয়েই ব্রাজিল দেখালো তাদের সক্ষমতা।

এবার ব্রাজিল দলটা সত্যি অসাধারণ। কোচ আলবার্তো পেরেইরা তার ইচ্ছামতো দল সাজাতে পারছেন। সাম্প্রতিক সময়ে তাদের পারফর্মেন্সও ভালো। জার্মানিতে কনফেডারেশন কাপে প্রায় দ্বিতীয় সারির দল নিয়েও চ্যাম্পিয়ন হয় চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী আর্জেন্টিনাকে ৪-১ গোলে উড়িয়ে দিয়ে। বাছাইপর্ব উতরে গেছে আগেই। ১৬ ম্যাচে ৩১ পয়েন্ট তাদের। অবশ্য বাছাই পর্বে সবসময়ই সফল আর্জেন্টিনা তাদের থেকে এগিয়ে। গত কোপা আমেরিকায়ও তারাই চ্যাম্পিয়ন। আর বিশ্বময় তাদের খেলোয়াড়রা এখন নিজেদের পারফর্মেন্সের তুঙ্গে। কোচের হাতে প্রতিভার কোনোই অভাব নেই। একমাত্র কাজ হলো তাদের পারফর্মেন্সকে এক সুতোয় গেঁথে সাফল্যে অনূদিত করা। কোচ অবশ্য ঘোষণা দিয়েছেন রোনালদিনহো আর কাকার জায়গাই দলে নিশ্চিত। বাকি সবাইকে দলে ঢুকতে পরীক্ষা দিতে হবে।

রোনাল্ডো, রবিনহো আর আদ্রিয়ানো অসম্ভব প্রতিভাময় এই তিনজন থেকে সম্ভবত একজন বাদ পড়ছেন। ব্রাজিল কোচ যদি না ৫ জনের অ্যাটাকিং প্ল্যান না করেন, সে ক্ষেত্রে একজন বাদ যাবেনই। একদম সামনে খেলবেন রবিনহো, রোনাল্ডো আর আদ্রিয়ানো। রবিনহোর জায়গাটা প্রায় নিশ্চিত। কিছুদিন ধরেই দলকে সর্বোচ্চ সার্ভিস দিচ্ছেন এই অসম্ভব প্রতিভাময় তরুণ। তাই পরীক্ষাটা দ্য ফেনোমেনন আর আদ্রিয়ানোর মাঝে। চিন্তা করুন অবস্থাটা!

রোনাল্ডোকেও দলে ঢুকতে পরীক্ষা দিতে হচ্ছে। কনফেডারেশন কাপে তার অনুপস্থিতিতে আদ্রিয়ানো অসাধারণ খেলেছেন। অন্যদিকে ক্লাবের হয়েও পারফর্মেন্স চমৎকার তার। পেছন থেকে তাদের সহায়তা করবেন ডানদিকে কাকা ও বামে রোনালদিনহো। রোনালদিনহো হলেন স্বপ্নের খেলোয়াড়। একজন মানুষ স্বপ্নেই তার মতো ফুটবল খেলার কথা ভাবতে পারে। আর কাকা তো এযুগের সাদা পেলে। ব্রাজিল দলে একমাত্র ব্যতিক্রম তিনি। যেখানে প্রায় সবাই উঠে এসেছেন সমাজের একদম নিম্নস্তর থেকে। কাকা সেখানে ব্যতিক্রম। সম্ভ্রান্ত পরিবার থেকে তার উঠে আসা। খেলার প্রশংসা পেয়েছেন স্বয়ং পেলের কাছ থেকে- 'সব পজিশনেই ব্রাজিলের ভালো খেলোয়াড় আছে। আমি মনে করি, এ মুহূর্তে ব্যতিক্রমী প্রতিভা হলো সে। তার স্কিল চমৎকার। আর এখনই বিশ্বের অন্যতম ভালো খেলোয়াড় সের' কাকা সম্পর্কে পেলের অভিমত, স্বয়ং কোচ তাকে পছন্দ করেন। অন্যদিকে কাকা আর আদ্রিয়ানোর প্রশংসা করেছেন এভারগ্রিন কাফু।

ব্রাজিলের একমাত্র দুশ্চিন্তা এখন ডিফেন্স। জে রবার্তো, এমারসন, কাফু এরকম সব নাম থাকার পরও দুশ্চিন্তা! তারা সবাই দলকে সার্ভিস দিচ্ছেন অনেক দিন ধরেই। তাদের ওপর ভরসা করাই যায়। আর দ্রুত ও ভয়ঙ্কর রবার্তো কার্লোস তো আছেনই। অবশ্য এই মুহূর্তে দলে ঢুকতে তাকেও পরীক্ষা দিতে হবে।

অন্যদিকে বারপোস্ট সামলাচ্ছেন দিদা। পেনাল্টি সেভিংয়ে অসাধারণ দক্ষতা তার বৈশিষ্ট্য। অবশ্য বেশ কিছুদিন ধরেই ১ নম্বর গোলকিপার তিনি। চমৎকার সব সেভ করছেন। তাই তাকে নিয়ে দল ভরসা করতেই পারে। এই মুহূর্তে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন ব্রাজিলের একমাত্র চিন্তা তাদের শিরোপা রক্ষা করা। কোচ বাছাইপর্ব, লীগগুলো ও অন্যান্য প্রতিযোগিতায় সবার খেলা দেখে নিজের স্ট্র্যাটেজি ঠিক করে নিচ্ছেন। এরকম ফুটবলপ্রেমী জাতি সারা বিশ্বেই দুর্লভ। ল্যাটিন আমেরিকায় ফুটবলটাই সবার ধর্ম। তারপরও ব্রাজিল বেশি কিছু। ব্রাজিলে ফুটবলের মন্ত্র একটাই, গোল করা। গত বিশ্বকাপে সাফল্য এনে দেয়া কোচ স্কলারি অবশ্য গোল দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঠেকানোতেই মনোযোগী ছিলেন। সে সময় গেল গেল রব উঠলেও সাফল্য কিন্তু এসেছিলো। এবারও তাই ব্রাজিল অল অ্যাটাকেই যাবে, কিন্তু ডিফেন্স অরক্ষিত রেখে নয়। আর ব্রাজিলের সাফল্য তো আমাদের দেশেরও অনেক ফুটবলপ্রেমীর কাম্য।

**হাসান জামান**